ওয়াসিম হত্যা মামলার আসামি জিয়া এখন চট্টগ্রামে এনসিপির নেতা



ওয়াসিম আকরাম। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে চট্টগ্রামে প্রথম শহীদ ছাত্রদল নেতা মো. ওয়াসিম আকরাম হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জিয়া রনি। বর্তমানে তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক। পুলিশি নথিতে তাঁর নাম একেএম জিয়াউদ্দিন। একাধিক নথি যাচাইয়ে দুই নামে একই ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে।

পুলিশের নথি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ২৩ জুন ওয়াসিম হত্যা মামলায় জিয়াউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালতের আদেশে জামিন পান তিনি। এর প্রায় ১১ মাস পর, চলতি বছরের ১৪ মে প্রকাশিত এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগর আহ্বায়ক কমিটিতে তাঁকে যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২০২৪ সালের ১৬ জুলাই চট্টগ্রামের মুরাদপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে গুলিবিদ্ধ হন ছাত্রদল নেতা ওয়াসিম আকরাম। বারকোড রেস্টুরেন্টের সামনে আহত হওয়ার পর তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় তাঁর মা মোসাম্মৎ জোসনা আক্তার ১৮ আগস্ট পাঁচলাইশ মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলার নম্বর ১৮।

মামলার নথিতে দেখা যায়, ২০২৫ সালের ২৪ জুন চারজনকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আশরাফ চৌধুরী মুন্না, আরিফ শওকত, সজিব হাসাম ও একেএম জিয়াউদ্দিন। প্রথম তিনজন এজাহারভুক্ত আসামি হলেও জিয়াউদ্দিনের নাম এজাহারে ছিল না। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের প্রতিবেদনে জিয়াউদ্দিনকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবদুস সবুর লিটনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে চট্টগ্রাম মহানগর যুবলীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার কথাও বলা হয়েছে।

২৬ জুন আদালতে হাজির করে জিয়াউদ্দিনের পাঁচ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ। আবেদনে তাঁর পরিচয় হিসেবে চান্দগাঁও থানার ফরিদারপাড়া এলাকার নজু মিয়া মহলের আবুল কালাম সামশুদ্দিনের ছেলের কথা উল্লেখ করা হয়।

মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, ১৬ জুলাই মুরাদপুরে আন্দোলনকারীদের ওপর সশস্ত্র হামলার সময় গুলি ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হন ওয়াসিম। তবে ওই হত্যাকাণ্ডে জিয়াউদ্দিনের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা কী ছিল, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্ত কর্মকর্তা পাঁচলাইশ থানার উপপরিদর্শক নুরুজ্জামান এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি এশিয়া পোস্টকে বলেন, ‘তদন্তাধীন বিষয়ে কথা বলতে চাই না।’

চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৭ জুলাই ফৌজদারি বিবিধ মামলা নম্বর ৪৫২৫/২৫-এর আদেশে জিয়াউদ্দিন জামিন পান। পুলিশ প্রতিবেদন জমা দেওয়া পর্যন্ত তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়। বর্তমানে তিনি মামলাটিতে নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন।

অন্য আসামিদের জামিনের বিষয়ে জানতে চাইলে তদন্ত কর্মকর্তা নুরুজ্জামান বলেন, এ বিষয়ে তাঁর কাছে তথ্য নেই। জামিনের কাগজ তাঁদের কাছে আসে না।